দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 06 2007

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে বিদায়ী ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বিদায়ী প্রক্টর ও চার সহকারী প্রক্টরের সাক্ষ্য প্রদান

প্রভোস্ট সুলতানা শফির নির্দেশে সেই রাতে মহিলা পুলিশ শামসুন্নাহার হলে প্রবেশ করে চার সহকারী প্রক্টর

ইনকিলাব রিপোর্ট : শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল (সোমবার) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, বিদায়ী প্রক্টর প্রফেসর নজরুল ইসলাম এবং চার সহকারী প্রক্টর। এছাড়া আট পুলিশ কর্মকর্তাও গতকাল তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম গতকাল পঞ্চম দিনের মতো কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় ধানমণ্ডির জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বিদায়ী ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর প্রফেসর নজরুল ইসলাম বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে কমিশনের কার্যালয়ে আসেন এবং সাক্ষ্য প্রদান শেষে ৪টা ৩৫ মিনিটে

৩-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সুলতানা শফির নির্দেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যালয় ত্যাগ করেন। তারা কেউই এ সময় সাংবাদিকদের কাছে কোন বক্তব্য দেননি। শুধু ফটো সাংবাদিকরা ছবি তোলার সময় প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, "ছবি তুলে লাভ কি"। এছাড়া শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় উপস্থিত চার সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, আব্দুস সবুর মোল্লা, মোঃ শফিউল্লাহ বিকেল সাড়ে ৫টায় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য প্রদান শেষে তারা জানান, রাত পৌনে ১২টার দিকে পুলিশ হলের গেট ভাঙে। তারা বলেন, প্রভোস্ট সুলতানা শফির সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি কোন সাড়া দেননি। এমনকি রাতে তিনি একবার আমাদেরকে তার বাসায় আসতে বললে আমরা বাসার গেট নক করলে দারোয়ান জানায় যে, তিনি বাসায় নেই। সহকারী প্রক্টররা বলেন, সুলতানা শফির নির্দেশে মহিলা পুলিশ রাতে হলে প্রবেশ করেছে। চার সহকারী প্রক্টর জানান, রাত চারটা পর্যন্ত তারা হলের ২৩৫ নং কক্ষে প্রভোস্ট অনুগত ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তারা হলের বাইরে এসে দেখতে পান একটি পুলিশ ভ্যানে ছাত্রীদের আটক করে তোলা হচ্ছে। আর একটি ভ্যান কয়েকজন ছাত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। তখন তাদের অনুরোধে পুলিশ ৬ জন ছাত্রীকে ছেড়ে দেয় এবং জানায়, বাকীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় তাদেরকে থানায় নিয়ে যেতে হবে।

এছাড়া এসি রমনা মঞ্জুর মোর্শেদ, রমনা থানার তৎকালীন এসি লুৎফুর রহমান, রায়ট পুলিশের ইন্সপেক্টর আনোয়ার হোসেন, এসআই রোকেয়া বেগম, এসআই নূরুল হক, এসআই তোফাজ্জল হোসেন, এসআই আলাল ও সুবেদার আলাউদ্দিনের সাক্ষ্য গতকাল রেকর্ড করা হয়। সাক্ষ্য প্রদানকালে তারা বলেছেন, মহিলা পুলিশ এবং পুরুষ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা হলে ঢুকেছিলেন। পুরুষ পুলিশের কোন ফোর্স হলে প্রবেশ করেনি। সাক্ষ্য দান শেষে পুলিশ কর্মকর্তা অনেকেই সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি। এসি লুৎফুর রহমান জানান, ৩০/৪০ জন মহিলা পুলিশ কয়েক দফা হলে ঢুকে। পুরুষ পুলিশের কোন ফোর্স হলে ঢুকেনি। ৩/৪ জন কর্মকর্তা প্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন, রাত ৪টা পর্যন্ত ২৩৫ নম্বর রুমে ছিলাম। সাধারণ মেয়েদের ভিড়ের কারণে বের হতে পারিনি। তাদের ধাক্কা দিয়ে বের হতে পারতাম। কিন্তু তারা চলে যাওয়ার পর বের হয়েছি।

ঘটনার রাতে রমনা থানায় ডিউটিরত অফিসার তোফাজ্জল হোসেন জানান, মামলার বাদী থানায় যাননি। ইমার্জেন্সি অফিসার এসআই আব্দুস সাত্তার মামলার এজাহার নিয়ে রাত ১০টার দিকে হল থেকে রওয়ানা দেয়। রাত পৌনে ১১টার দিকে মামলা রমনা থানায় রেকর্ড করা হয়। এসআই রোকেয়া জানান, সাধারণ মেয়েদের হাতে লাঠিসোটা ও স্কেল ছিল। রাত ৩টার দিকে মেয়েদের চেঁচামেচি শুনেছি। ৪টার সময় বের হয়ে দেখি সব ফাঁকা।

আজ এডিসি আব্দুর রহিম এবং এডিশনাল কমিশনার জহুরুল হক সাক্ষ্য দেবেন বলে জানা গেছে। ঘটনার রাতে উপস্থিত ৩৭ জন মহিলা পুলিশসহ ৯০ জন পুলিশের নাম পাওয়া গেছে। ১৪ জন সাক্ষ্যদানের জন্য নাম জমা দিয়েছে। এ পর্যন্ত ২২ জন ছাত্রী ও ৯ জন পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়েছে।